যায়যায়দিন

তারিখ ... 23 MAY 2009 ...
পৃঃ ... ১ ... ৩ .....

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ নিয়ে বিপাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ নিয়ে বিপাকে পড়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। মানহীন এ কলেজগুলো বন্ধ করে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপ দিচ্ছে সরকার। অন্যদিকে কলেজগুলো বলছে, কোনো একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের কলেজ বন্ধ করা যাবে না। দ্বিমুখী এ চাপের মধ্যেই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে যাচ্ছে।

১১ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মানহীন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপাকে : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

বিপাকে শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে যারা বিএড, এমএড ডিগ্রি বিলাচ্ছে- তাদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। তবে মন্ত্রীর নির্দেশের পরের সপ্তাহেই মন্ত্রণালয় থেকে ইতিপূর্বে চিহ্নিত (২০০৮ সালের ডিসেম্বর) কলেজগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। ১১৯টি কলেজের মধ্যে ৩৮টিকে এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। আরো ৩৭টিকে নিম্নমানের বা 'ধূসর' আর ১৫টিকে অপেক্ষাকৃত ভালো বা 'শুভ্র' মার্কে বিবেচনা করা হয়। এ ৩৭টিকে মূলত সতর্কতা প্রদান এবং ১৫টিকে মানোন্নয়নের জন্য বলার কথা। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাত্র ১৭টি কলেজ যথাযথভাবে শিক্ষাদান করছে। বাকিদের বেশির ভাগই ব্যবসায়িকভিত্তিতে নিম্নমানের শিক্ষাদান করে চলছে বলে অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে দেন-দরবারের ফলে প্রক্রিয়া ঝুলে যায়। এ অবস্থায় ভর্তি মৌসুম উপস্থিত হলে নতুন করে ইস্যুটি সামনে হাজির হয়েছে।

জানা গেছে, ১১৯টি বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ নিয়ে বিপাকে পড়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিএড, এমএড শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। এ অবস্থায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে কলেজগুলো। তারা বলছে, বিষয়টি তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। কেননা, এক শিক্ষাবর্ষ শিক্ষার্থী ভর্তি করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তারা জানে না, কোন কলেজে ভর্তি হওয়া নিরাপদ। কেননা এখনো প্রায় সব কলেজই নিজেদের ভালো বলে দাবি করছে।

কলেজগুলোর সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক খান অভিযোগ করেন, সরকারি কলেজগুলো শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। বিদেশ থেকে অনুদান, ঋণ আর সরকারি রাজস্ব অর্থের বিনিময়ে চালু করা কোটি কোটি টাকার টিকিউআই-সেপ প্রকল্পের শিক্ষার্থী সংগ্রহ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি স্বাভাবিক রাখার বিষয়টিকে মাথায় রেখে মূলত বেসরকারি কলেজগুলো বন্ধের চক্রান্ত করা হয়েছে। এর পেছনে কোটি কোটি টাকার খেলা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে এক শিক্ষক নেতা দাবি করেন, এর আগে ২০০২ সালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকার একটি বিদেশি প্রকল্প আসে। কিন্তু ওই টাকা কোনো কলেজ বা শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়নি। কিছু শিক্ষককে নামমাত্র প্রশিক্ষণ আর হর্তাকর্তাদের কনসালট্যান্সি, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদিতে নানাভাবে খরচ করা হয়। এর পরে আরো একটি প্রকল্প এসেছে। বর্তমানে ৪০০ কোটি টাকার টিচার্স কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-টিকিউআই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিগত বছর এক প্রজ্ঞাপনে কর্মরত শিক্ষকদের সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আবার ডিগ্রি করার জন্য আগে ছুটি নেয়া বাধ্যতামূলক থাকলেও বর্তমানে তা শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও সরকারি কলেজে (১৪টি) মাত্র ২ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী (আগে ছিল ১ হাজার ৪০০) ভর্তি করা সম্ভব হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, সরকারি কলেজে নিয়মিত ক্লাস ও প্রাকটিক্যাল হয় না। সরকারি চাকরি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ফাঁকিপ্রবণ। আইন অনুযায়ী ১৫টি সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ অনুমোদন পেয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- শহরে এক একর, গ্রামে দুই একর আর পৌর এলাকায় দেড় একর জায়গায় কলেজটি স্থাপিত হতে হবে। প্রশাসনিক কাজের জন্য পর্যাপ্ত জায়গাসহ রুমের বাইরে ৭০০ বর্গফুটের আটটি ক্লাসরুম, মিলনায়তন, ৩ হাজার বইসহ লাইব্রেরি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষকদের ৮০ ভাগ পূর্বকালীন বেতন, কলেজ ফান্ডে ১ লাখ টাকা থাকা, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতিসহ ল্যাবরেটরি থাকা ইত্যাদি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে তারা পরিদর্শনকালে শর্তগুলো পূরণ পেয়ে থাকেন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ সম্পর্কে একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, তাদের দাবি একদম সত্য নয়। তিনি নিজে একটি টিমে ছিলেন এবং যা দেখেছেন তা-ই রিপোর্ট করেছেন। ওই অধ্যক্ষের অভিযোগ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হলেই প্রথম শ্রেণী মেলে। এমনও অনেক শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে, যাদের জীবনে একাধিক তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে, অথচ বিএডে তিনি প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন। আসলে বেসরকারি কলেজগুলো সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থী তৈরি করছে; যা সার্বিকভাবে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা বলেছেন, সরকারি সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হলে এবং জুলাই মাস পার হয়ে গেলে তারা আর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবেন না। ফলে কলেজগুলো এক ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে।